Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal
Khushi Kabir, Myrna Cunningham Kain,
Michael C.van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

প্রতি

তারিখ: ১৬/১১/২০১৭

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: 'আদিবাসী' শব্দের পরিবর্তে 'উপজাতি' শব্দের ব্যবহার নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

সূত্র: (১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং- ২৯.০০.০০০০.২২৪.২৭.১৮.২০১৬-৭৪৬, তারিখ: ২৩/১০/২০১৭ খ্রীঃ
(২) বিভাগীয় কমিশনার অফিস, চট্টগ্রামের স্মারক নং ০৫.৪২.০০০০.০৩১.৩৪.০০৪.১৭-৬৭৪, তারিখ: ০৫/০৬/২০১৭

জনাব,
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা নিবেন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করেছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এক পরিপত্র জারির মাধ্যমে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিসত্তার নাগরিকদের সনদ প্রদানের সময় অথবা দাপ্তরিক কাজে যেন 'আদিবাসী' নামে অভিহিত না করে তাদের 'উপজাতি', 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা', 'নৃ-গোষ্ঠী', 'সম্প্রদায়' ইত্যাদি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। আপনার মন্ত্রণালয়ের এমন নির্দেশনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নথি ও আইনে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ এদেশের অন্যান্য সব জাতিসত্তাদের বিভিন্ন সময়ে 'আদিবাসী', 'Indigenous Hillman' 'Indigenous people', 'Aboriginal castes and tribes' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন, Chittagong Hill Tracts Regulation 1900, Income Tax Ordinance 1984, East Bengal State Acquisition and Tenancy Act, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ২০০৪, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ 'আদিবাসী'সহ অন্য শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। এমনকি `Chittagong Hill Tracts Regulation 1900' সর্ম্পকে সুপ্রীম কোর্টের রায়েও 'Indigenous people' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। তাই পরিপত্র জারির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের ওপর 'উপজাতি' শব্দটি জোরপূর্বক চাপিয়ে না দিয়ে পূর্বের প্রচলিত আইনের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী শব্দ ব্যবহার করা হোক অথবা রেওয়াজ পরিবর্তনের জন্য যদি কোন আইনের সংশোধনীর প্রয়োজন হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে নতুন আইন প্রনয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক।

আগামী ২ ডিসেম্বর পার্বত্যচুক্তি সম্পাদনের ২০ বছর পূর্ণ হবে। অথচ চুক্তির মৌলিক কয়েকটি বিষয় যেমন- পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের কার্যাবলী হস্তান্তর; অপারেশন উত্তরণ অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার; ভারত প্রত্যাগত জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের স্ব-স্ব জায়গা-জমিতে পুনর্বাসনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি এখনও অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। এছাড়া চুক্তির আলোকে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন সংশোধন করা হলেও কয়েকমাস যাবত চেয়ারম্যানের পদটি শূন্য থাকায় এ কমিশনের কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। সরকারের পক্ষ থেকে যদিও বলা হচ্ছে, চুক্তির ৭২টি ধারার মধ্যে ১৫টি আংশিক ও ৯টি অবাস্তবায়িত ধারা বাস্তবায়নে সরকার আন্তরিকভাবে কাজ করছে [**সূত্র: প্রথমআলো, ৩ ডিসেম্বর ২০১৬**]। ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বর্তমান সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন চুক্তিটি সম্পাদন করেছিল। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করছে, এ সরকারের আমলেই চুক্তির যথাযথ পূর্ণবাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি সংক্রান্ত মামলাটি বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে শুনানির অপেক্ষায় আছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন এও আশা করছে, এ মামলার শুনানি যথাশীঘ্র নিষ্পত্তি করা হবে এবং চুক্তি পূর্ণবাস্তবায়নে সরকার দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org

Co-Chairpersons:
Sultana Kamal, Elsa Stamatopoulou
Members:
Shapan Adnan, Lars-Anders Baer, Tone Bleie
Victoria Tauli-Corpuz, Bina D'Costa, Hurst Hannum
Yasmeen Haque, Sara Hossain, Muhammad Zafar Iqbal
Khushi Kabir, Myrna Cunningham Kain,
Michael C.van Walt van Praag, Iftekharuzzaman

Chittagong Hill Tracts Commission

চুক্তি সম্পাদনের বিশ বছর পরও চুক্তির যথাযথ পূর্ণবাস্তবায়ন না হওয়া খুবই দুঃখজনক ও হতাশার। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন আশা করছে, চুক্তি বাস্তবায়নের গুরুত্বপূর্ণ অংশী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় অচিরেই দ্রুত চুক্তি পূর্ণবাস্তবায়নে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদানপূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রামে চুক্তির সফলতা বয়ে আনতে জোরালো ভূমিকা রাখবে।

ধন্যবাদসহ,

সুলতানা কামাল
কো-চেয়ারপার্সন

এলসা স্টামাতোপৌলৌ
কো-চেয়ারপার্সন

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের সদস্যবৃন্দ: ড.স্বপন আদনান, লারস এন্ডারস বেয়ার, টোনা ব্লাই, হার্স্ট হেনাম, ড. ইয়াসমিন হক, ড. জাফর ইকবাল, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, মির্না কানিংহাম কেইন, খুশী কবির, মাইকেল সি ভন ওয়াল্ট প্রাগ, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বীণা ডি'কস্টা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের উপদেষ্টাবৃন্দ: ইয়েনেকি এরেঞ্জ, টম এস্কিলসন, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা।

সদয় অবগতি:

১. শ্রী জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙ্গামাটি।
২. নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. অফিস কপি।

International Secretariat:
C/O IWGIA, Classensgade 11E, 2100 Copenhagen, Denmark
Phone: +45 35 27 05 00, Fax: +45 35 27 05 06
E-mail: cn@iwgia.org
Phone: +88 02 91 46 048, E-mail: chtcomm@gmail.com
www.chtcommission.org